দর্শনায় ১০টি স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দর থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের ১০টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি। উদ্ধার করা স্বর্ণের বারের মোট ওজন ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকালে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণের বারগুলো আটক ব্যক্তির কোমর থেকে উদ্ধার করা হয়।

আটক ব্যক্তি আলমগীর খান (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে স্বর্ণ-রূপা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। তিনি দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা মোবারকপাড়ার মৃত বাদল খানের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, অবৈধভাবে ভারতে স্বর্ণ পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি দল দর্শনা রেলস্টেশনে অবস্থান নেয়। এ সময় এক ব্যক্তি ভারতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে কোমরে খাকি স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় দুটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। ওই পোটলা থেকে ১০টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হবে এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা রাখা হবে।

দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার ৪ টি স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার বাড়াদি থেকে ৪ টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বারগুলো নেওয়া হচ্ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলোর ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম। আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা

শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দর্শনার বারাদি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি স্বর্ণের বারসহ শ্রী সমর হালদার (২৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ (বিজিবি)। সীমান্তের পাঁচ কবর এলাকা থেকে এসব স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।

আটককৃত পাচারকারী সমর হালদার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের গোপাল হালদারের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার হবে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন বারাদি বিওপির একটি টহল দল পাঁচ কবর এলাকায় অবস্থান নেয়।

সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে তাকে টহল দল থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু তিনি সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে সবুজ টেপে মোড়ানো একটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। পোটলাটি খুলে চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিজিবি আরো জানায়, উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামাল যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আটক

ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

দর্শনায় মহিলাসহ ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে মহিলাসহ ৪ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুলিশ দীর্ঘদিন পলাতক থাকা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার আলীর ছেলে হাফিজুল ইসলাম ওরফে হ্যাপি (৪০), দর্শনার আজমপুরের সুরুজ মিয়ার ছেলে সুমন মিয়া (৩৯), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মজিবর শাহের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদ্দি (৩৯) এবং দর্শনা পরানপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী ছালমা খাতুন (৩৯)।

গ্রেফতারের পর গতকালই তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন

সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভায় মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসুচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১১ই এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা উদ্বোধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মশক নিধন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল।

অঙ্কুর আদর্শ বিদ্যালয়, কেরু বাজার মাঠের পাশের খোলা ড্রেন, আবাসিক এলাকায়, আজমপুর, রেলবাজার ডিএস মাদ্রাসা, ফুলতলা,মাছ বাজার, কাঁচা বাজারে কর্মসূচি পালন করা হয়।

মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দামুড়হুদা ইউএনও উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, দর্শনা পৌরসভসহ সারা বাংলাদেশে একযোগে এ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ মোতাবেক নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পাশাপাশি প্রতি শনিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেমন ড্রেন, খেলারমাঠ, স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় বাজার সহ জলাশয় গুলো এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে অভিযান পরিচালনা করা হবে। পৌরসভার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন, হাসপাতাল গুলোতে একইভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার প্রধান সহকারী শাহ আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম হিসাব রক্ষক আরিফিন হোসেন,কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় জামায়াতের লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে “গণভোটের রায় অমান্য করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা” এবং “জনগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান” জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়। দর্শনা রেলবাজারের মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির ও সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, পৌর সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির, জামায়াত নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, আমজাদ হোসেন, সুমন হোসেন, ছানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার ভোর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমান দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা মাঝপাড়ার মৃত বাবলু আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল গভীর রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি আনিছুর রহমানকে আটক করা হয়।

দর্শনা থানার ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “জি আর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে। তাকে বুধবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

দর্শনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

দর্শনায় তেলবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিকা (৩) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আতিকা দর্শনা মোবারকপাড়ার আতাহারের মেয়ে এবং সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের নাতনি।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মোবারকের স্ত্রী শিশুটি আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সিএনজিযোগে দর্শনার দিকে আসছিলেন। হঠাৎপাড়া রেলগেটে নামার সময় রাস্তার অপর পাশে তার নানা মোবারক দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় শিশুটি দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেলে যশোর চ-০১-০০০২ নম্বরের একটি তেলবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকের চাকা শিশুটির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে এবং চালক নিমাই চন্দ্র অধিকারীকে আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “ঘটনাস্থল থেকে তেলবাহী ট্রাক ও এর চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

দর্শনায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও ছাগল বিতরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে দর্শনা পৌরসভা ও ইউনিয়নে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলুল রহমান। এ সময় তিনি রামনগর, কালিদাসপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর, হাউলি ইউনিয়নের রুদ্রনগর এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আলিহিম নামে এক উপকারভোগীকে বিনামূল্যে ২টি মা ছাগল বিতরণ করেন।

মা ছাগল পেয়ে আলিহিমের পরিবার আনন্দিত। তিনি জানান, ভবিষ্যতে ১০-১২টি ছাগল নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে তার পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে।

মোট ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৪টি গ্রামের নির্বাচিত ১৮ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মনিরুজ্জামান মান্নান, সমন্বয়কারী মো. মকবুল হোসেন, সুপারভাইজার জিল্লুর রহমান, ফিল্ড অফিসার বিল্লাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত

কামনায় দোয়া

দর্শনা সরকারি কলেজের প্রয়াত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় দর্শনা সরকারি কলেজের মুক্তমঞ্চে প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর আব্দুল গফুর, প্রফেসর নুর আলী ও প্রফেসর জমশেদ আলীসহ সকল শিক্ষকের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ দোয়া ও স্মরণসভায় প্রয়াত শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল হামিদের বড় ছেলে হারুন অর রশিদ জুয়েল, উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেনের বড় ছেলে বাবন এবং প্রফেসর নুর আলীর বড় ছেলে নাজমুল হুদা তাদের প্রয়াত পিতার স্মৃতিচারণ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট, দক্ষিণচাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী এবং সাবেক পৌর ছাত্রদলের সভাপতি ইকবাল হোসেন।

প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা ও সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ।

দর্শনার পৌর প্রশাসকের পদোন্নতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা পৌর প্রশাসক মো. শাহিন আলম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১-এর বিধি ৫(বি) অনুযায়ী সিনিয়র স্কেল (সিনিয়র সহকারী সচিব) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

পদোন্নতি উপলক্ষে গতকাল রবিবার বিকাল ৪টায় মেয়রের কার্যালয়ে পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে আরিফিন হোসেনের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, আমার চাকরিজীবনের শুরুতে এ দায়িত্ব অনেক বড় বোঝা মনে হতো। কিন্তু কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, এটি মানুষের সেবা করার অন্যতম বড় মাধ্যম। খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এবং সামান্য সহযোগিতায় মানুষকে খুশি করা সম্ভব। আমারও মানুষের সেবা করার ইচ্ছা ছিল, আর সেই সুযোগ আপনারাই করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা না করতেন, তাহলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। যতটুকু পৌরবাসীকে সেবা দিতে পেরেছি, তার চেয়ে আমি আরও বেশি ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি। জানি না কতদিন আপনাদের পাশে থাকতে পারব, তবে যতদিন আছি, আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান সহকারী শাহ আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া ও শফিকুল ইসলাম এবং টিকাদান সুপারভাইজার আ. মজিদ।

এ সময় পৌরসভার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।